চুয়াডাঙ্গায় পুঁতে রাখা ৭টি ল্যান্ডমাইন ধ্বংস করল সেনাবাহিনী

চুয়াডাঙ্গায় একটি ভুট্টার জমিতে সেচ নালা তৈরির সময় উদ্ধার হওয়া সাতটি শক্তিশালী ল্যান্ডমাইন নিষ্ক্রিয় করেছেন সেনাবাহিনীর বোম্ব ডিসপোজাল ইউনিটের সদস্যরা। উদ্ধারের ২৯ দিন পর শনিবার দুপুরে চুয়াডাঙ্গা সদরের মাখালডাঙ্গা গ্রামের স্কুলপাড়া মাঠে বিকট শব্দ ও কম্পনের মধ্য দিয়ে ল্যান্ডমাইনগুলো ধ্বংস করা হয়।

জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মির্জা শহিদুল ইসলাম বলেন, ধারণা করা হচ্ছে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এসব স্থলমাইন পুঁতে রেখেছিল।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান জানান, সদর উপজেলার দিননাথপুর গ্রামের কৃষক হযরত আলীর মাখালডাঙ্গা গ্রামের স্কুলপাড়া মাঠে একটি চাষের জমি রয়েছে। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি তিনি জমিতে সেচ দেওয়ার জন্য নালা (ক্যানাল) তৈরির কাজ করছিলেন। এ সময় তার কোদালের আঘাতে তিনটি শক্তিশালী ল্যান্ডমাইন বেরিয়ে আসে। তাৎক্ষণিকভাবে বিষয়টি পুলিশকে জানানো হলে নিরাপত্তার স্বার্থে এলাকাটি পুলিশ পাহারায় ঘিরে রাখা হয়।

তিনি আরও জানান, বিষয়টি সেনাবাহিনীকেও অবহিত করা হয়। এরপর শনিবার সকালে সেনাবাহিনীর ৫৫ রেজিমেন্ট, যশোর ইউনিটের ১৫ সদস্যের একটি বোম্ব ডিসপোজাল দল ক্যাপ্টেন রিফাতুল ইসলামের নেতৃত্বে ঘটনাস্থলে পৌঁছে তল্লাশি চালায়। এ সময় সেখান থেকে একে একে মোট সাতটি শক্তিশালী ল্যান্ডমাইন উদ্ধার করা হয়।

দুপুরে সেনাবাহিনীর বিশেষজ্ঞ দলটি প্রথমে চারটি এবং পরে বাকি তিনটি ল্যান্ডমাইন নিষ্ক্রিয় করে। এ সময় প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ও বিকট শব্দে পুরো এলাকা কেঁপে ওঠে এবং আকাশ কালো ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়। বিস্ফোরণের ফলে ল্যান্ডমাইন নিষ্ক্রিয় করা স্থানগুলো বড় গর্তে পরিণত হয়। অভিযান চলাকালে স্থানীয় বাসিন্দাদের নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল।

দামুড়হুদায় মাদকসেবীদের তাণ্ডবে কৃষকের সোনাঝরা ফসল ধ্বংস; লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি

দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের জয়রামপুর হাজীপাড়ার মাঠে মাদকসেবীদের নৃশংস তাণ্ডবে এক কৃষি উদ্যোক্তার সোনাঝরা ফসল ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গত শনিবার দিবাগত গভীর রাতে পরিকল্পিতভাবে কলা বাগানে আগুন ধরিয়ে দেয় দুর্বৃত্তরা বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

সরেজমিনে গিয়ে জানা যায়, চুয়াডাঙ্গা বড় বাজার এলাকার বাসিন্দা কৃষি উদ্যোক্তা ইঞ্জিনিয়ার মাসুম জয়রামপুর হাজীপাড়ার মাঠে দীর্ঘদিন ধরে কলা, কচু , বেগুন, হলুদ, সরিষা,ওল, পেঁপে, বিভিন্ন প্রকার আমের বাগান, লিচু বাগান সহ বিভিন্ন ফসলের চাষ করে আসছেন। আগে পরিত্যক্ত পড়ে থাকা জমিগুলো তিনি আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদের আওতায় এনে কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর উদ্যোগ নেন। এতে স্থানীয়ভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হলেও একটি মাদকাসক্ত চক্র এতে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

স্থানীয়দের ভাষ্য মতে, রাতের আঁধারে মাদকসেবীরা মাঠের মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে কলাবাগানে ভয়াবহ ক্ষতিসাধন করে। পরিত্যক্ত বিষের পলিথিন ও শুকনো পাতা ব্যবহার করে কলাগাছের মাথায় আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। এতে একাধিক কলাগাছ পুড়ে নষ্ট হয়ে যায়, অনেক গাছ ভেঙে ফেলা হয়। ফলে কলার মোচা ও পাতাসহ পুরো বাগান মারাত্মক ক্ষতির মুখে পড়ে। এতে প্রায় দুই লক্ষ টাকার অধিক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করেন ভুক্তভোগী কৃষক।

কৃষি উদ্যোক্তা ইঞ্জিনিয়ার মাসুম জানান, “এর আগেও আমার বাগানের অনেকগুলো ফলন্ত মোটা লিচু গাছ কেটে ফেলা হয়েছে, ফসল নষ্ট করা হয়েছে, এমনকি কাঁটাতারের বেড়া চুরি করে নিয়ে গেছে। স্থানীয়ভাবে সবাই জানে, একটি মাদকাসক্ত চক্র এসব করছে। আমি কৃষিকাজ শুরু করায় তারা তাদের অবৈধ কর্মকাণ্ডে বাধা পাচ্ছে বলেই পরিকল্পিতভাবে ফসল

নষ্ট করছে।

স্থানীয়রা জানান, জয়রামপুর হাজীপাড়ার মাঠ দীর্ঘদিন ধরে মাদকসেবীদের আড্ডাস্থল হিসেবে পরিচিত। মাঠটি নির্জন হওয়ায় সন্ধ্যার পর সেখানে সাধারণ মানুষের যাতায়াত কম থাকে। এই সুযোগে তারা নিয়মিত মাদক সেবন ও নানা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড চালিয়ে আসছে।

এ ঘটনায় ক্ষুব্ধ কৃষক ও এলাকাবাসী দ্রুত আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং মাদকসেবীদের বিরুদ্ধে কঠোর অভিযান পরিচালনার দাবি জানিয়েছেন। ভুক্তভোগী কৃষক জানান, তিনি এ বিষয়ে দামুড়হুদা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করবেন। কৃষিভিত্তিক উন্নয়ন ও খাদ্য উৎপাদনের স্বার্থে এমন ন্যাক্কারজনক ঘটনার দ্রুত বিচার এবং কৃষকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রশাসনের কার্যকর পদক্ষেপ জরুরি বলে মনে করছেন স্থানীয় সচেতন মহল।

এবিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মেসবাহ্ উদ্দিন বলেন, এবিষয়ে কেউ কোন অভিযোগ করেনি, অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মেহেরপুরের কাজলা ও ছেউটিয়া নদী থেকে দুয়ারী জাল জব্দ ও ধ্বংস

মেহেরপুর সদর উপজেলার ছেউটিয়া ও কাজলা নদীতে অভিযান চালিয়ে প্রায় তিন লাখ টাকা মূল্যের আড়াই হাজার মিটার নিষিদ্ধ চায়না দুয়ারী জাল জব্দ করে আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়েছে।

বুধবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত সদর উপজেলার আমঝুপিতে সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুমাইয়া জাহান ঝুরকার নেতৃত্বে অভিযানটি পরিচালিত হয়।

জানা যায়, সরকার নিষিদ্ধ চায়না দুয়ারী জাল পেতে কিছু অসাধু ব্যক্তি মাছ শিকার করছে। এ তথ্যের ভিত্তিতে মেহেরপুর সদর উপজেলার

সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা কামরুন্নার আখিঁর নেতৃত্বে উপজেলা মৎস্য অফিসের অন্যান্য কর্মকর্তারা অভিযান শুরু করেন। অভিযানিক দল প্রথমে সদর উপজেলার এ আর বি কলেজ সংলগ্ন ছেউটিয়া নদী থেকে অভিযান শুরু করে আমঝুপি কুঠিবাড়ি কাজলা নদী পর্যন্ত এলাকায় তল্লাশি চালায়।

অভিযানে ৫৮টি (মোট ২২শ মিটার) চায়না দুয়ারী জাল ও ২টি ভেসাল জাল উদ্ধার করা হয়, যার আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ৩ লক্ষ টাকা। পরে আমঝুপি কুঠিবাড়ি সংলগ্ন ভৈরব নদীর তীরে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে এসব জাল আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়।
নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুমাইয়া জাহান ঝুরকার বলেন, বিলুপ্তপ্রায় দেশীয় প্রজাতির মাছ সংরক্ষণে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। কিন্তু কিছু অসাধু ব্যক্তি অবৈধ চায়না দুয়ারী জাল ব্যবহার করে এসব প্রজাতির মাছ ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এসব জাল ধ্বংস করা হয়েছে।

অভিযান চলাকালে জেলা মৎস্য কর্মকর্তা রবিউল ইসলাম ও সদর উপজেলা সিনিয়র সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা মীর জাকির হোসেনসহ মৎস্য অফিসের অন্যান্য কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

দামুড়হুদায় ভুয়া বাংলা টিএসপি সার জব্দ ও ধ্বংস

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় প্রতারণামূলকভাবে তৈরি ভুয়া বাংলা টিএসপি সার জব্দ করেছে উপজেলা কৃষি অফিস। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টার দিকে উপজেলা চত্বরে জব্দকৃত ভুয়া সার ধ্বংস করা হয়। এসব সার রাসায়নিক পরীক্ষায় কোনো সারের অস্তিত্ব না থাকায় উপজেলা চত্বরে প্রকাশ্যে ধ্বংস করা হয়েছে।

উপজেলা কৃষি অফিস সূত্রে জানা যায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত ৪ সেপ্টেম্বর দামুড়হুদা মাদ্রাসার সামনে সড়কের উপর থেকে ভ্যানযোগে আনা ১০ বস্তা বাংলা টিএসপি সার আটক করেন উপজেলা কৃষি অফিসার শারমিন আক্তার। পরবর্তীতে রাসায়নিক পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়, এগুলো

শক্ত মাটি ও পাথরের গুঁড়া দিয়ে তৈরি, যা প্রকৃত সারের সঙ্গে কোনোভাবেই সম্পর্কিত নয়। প্রতারক চক্র এসব মাটির দলা টিএসপি সারের বস্তায় ভরে কৃষকদের কাছে বিক্রি করছে। এতে সাধারণ কৃষকরা আর্থিকভাবে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন।

কৃষি অফিসের একটি সূত্র জানায়, ঢাকা সাভারের হেমায়েতপুর থেকে সুন্দরবন কুরিয়ারের মাধ্যমে এসব ভুয়া সার চুয়াডাঙ্গা জেলার বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে উপজেলা কৃষি অফিসার শারমিন আক্তার বলেন, “কৃষকদের ঠকাতে এই প্রতারণামূলক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান অব্যাহত থাকবে। কৃষকরা যেন কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে না হয়, সেজন্য আমরা কঠোর পদক্ষেপ নিচ্ছি। কৃষকদের আমরা অনুরোধ করছি, সার কেনার আগে অবশ্যই সরকারি অনুমোদিত ডিলারের কাছ থেকে যাচাই করে কিনবেন।”

জব্দকৃত সার ধ্বংস করার সময় উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) তিথি মিত্র, উপজেলা কৃষি অফিসার শারমিন আক্তার, দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি শামসুজ্জোহা পলাশসহ উপজেলার তিনজন সার ডিলার ও উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।

সরোজগঞ্জে কারেন্ট জালসহ ৫০ হাজার টাকার সরঞ্জাম ধ্বংস

চুয়াডাঙ্গার সরোজগঞ্জ বাজারে যৌথ বাহিনীর বিশেষ অভিযানে বিপুল পরিমাণ অবৈধ মাছ ধরার সরঞ্জাম জব্দ ও ধ্বংস করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার দুপুর ১টার দিকে এ অভিযান পরিচালিত হয়।

অভিযানকালে সরোজগঞ্জ বাজারের জাহাঙ্গীর স্টোর থেকে প্রায় ৫০ হাজার টাকার অবৈধ মালামাল জব্দ করা হয়। জব্দকৃত মালামালের মধ্যে ছিল মাছ ধরার নিষিদ্ধ কারেন্ট জাল, প্রায় ১০ কেজি জাল, জাল তৈরির বিভিন্ন সরঞ্জাম, ভারা ও মাদলী, আতশবাজি এবং পটকা। পরে উদ্ধারকৃত সব মালামাল আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা সহকারী ভূমি কর্মকর্তা আশিক মমতাজের নির্দেশনায় এ বিশেষ অভিযান পরিচালিত হয়। তবে এ ঘটনায় কাউকে কোনো আর্থিক জরিমানা করা হয়নি বলে জানা গেছে। অভিযান চলাকালে বিজিবি ও পুলিশ সদস্যরা সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেন।

স্থানীয়রা জানান, দীর্ঘদিন ধরে সরোজগঞ্জ বাজারে গোপনে কারেন্ট জাল ও নিষিদ্ধ সরঞ্জামের বেচাকেনা চলছিল। অভিযানের পর এলাকাবাসী স্বস্তি প্রকাশ করেছেন এবং এ ধরনের অভিযান নিয়মিত চালানোর দাবি জানিয়েছেন।

কুষ্টিয়ায় ৭৪ কোটি টাকার মাদকদ্রব্য ধ্বংস

কুষ্টিয়ায় ৭৪ কোটি ৩১ লাখ টাকার মাদকদ্রব্য ধ্বংস করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।

সোমবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) সকালে বিজিবির কুষ্টিয়া সদরদপ্তরে প্রশিক্ষণ মাঠে এসব মাদকদ্রব্য ধ্বংস করা হয়।

বিজিবি জানায়, গত একবছর অর্থাৎ ২০২৪ সালের ১ ফেব্রুয়ারি থেকে চলতি বছরের ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত সীমান্তবর্তী বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে এসব মাদকদ্রব্য জব্দ করা হয়। যার মূল্য ৭৪ কোটি ৩১ লাখ ১৯ হাজার ৭১০ টাকা।

জব্দ মাদকের মধ্যে রয়েছে- ১১ হাজার বোতল ফেনসিডিল, ৯ হাজার ৩৬৮ বোতল বিদেশি মদ, ১২৭.৬৫০ কেজি ভারতীয় গাঁজা, ৮ কেজি ৬৫৭ গ্রাম হেরোইন, ৭ হাজার ২৪৭ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট, ১ হাজার ৩৫০ পিস ভায়াগ্রা, ১ লাখ ৮৬ হাজার ৭৪৭ পিস সিলডিনাফিল ট্যাবলেট, ৯৩০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট, ১ লাখ ২৪ হাজার ৫৭৭ পিস পাতার বিড়ি, ৪ কেজি ক্রিস্টল মেথ আইস, ৫৬ বোতল এলএসডি, ৯৮০ গ্রাম আফিম ও ৯ বোতল সাপের বিষ।

বিজিবি কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়নের সেক্টর সদর দপ্তরের কমান্ডার

কর্নেল মো. মারুফুল আবেদীন বলেন, মাদকের বিরুদ্ধে সরকারের জিরো টলারেন্স নীতির অংশ হিসেবে আমরা এই কার্যক্রম করেছি। এই ধারা অব্যাহত থাকবে। যে কোনো মূল্যে আমরা দেশকে মাদকমুক্ত রাখতে বদ্ধপরিকর।

পানের বাজারে ধ্বস, লোকসানে পড়েছে হরিণাকুণ্ডুর পান চাষীরা

বিয়ে কিম্বা কোন অনুষ্ঠানাদিতে পান না দিলে যেন তা পূর্ণতা পায়না। বাঙ্গালী জাতির পান দিয়ে আপ্যায়ন একটি পুরাতন অভ্যাস। প্রচলন আছে ধান, কলা, আর পান হরিণাকুণ্ডুর প্রাণ, কিন্তু এবছর পানের দামে ধ্বস নামায়, বিপাকে পড়েছে উপজেলার পান চাষীরা।

চাষীরাদের লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে উৎপাদন করতে হয় পান। আর সেই পান বিক্রয় করতে হচ্ছে পানির দরে, হারিয়ে যাচ্ছে প্রাণের ফসল পান। ক্ষতি পুষিয়ে উঠতে না পারায় পান চাষে আগ্রহ হারাচ্ছে চাষীরা।

জানা যায় এক সময়ে এই পান উপজেলার চাহিদা মিটিয়ে ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, ময়মনসিংহ, ফরিদপুরসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় পাঠিয়ে প্রচুর আয় করতো ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার চাষীরা। বড় সাইজের যে পান বিক্রি হতো প্রতি বিরা বা পোন ১০০ থেকে ১১০ টাকা, সেই পান এখন বিক্রি হচ্ছে মাত্র ৪০ টাকা দরে। এছাড়াও ছোট সাইজের পান বিক্রি হচ্ছে আট-দশ টাকা থেকে পনের-ষোল টাকা দরে, পানের বাজারের এই বিপর্যায়ের সাথে রয়েছে বিভিন্ন কিটনাশক, বাঁশ, বিছালি ও শ্রমিকের বাড়তি মুজুরী। ব্যাপক লোকসান গুনে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন কৃষকেরা।

উপজেলার বড় পানবাজার ভবানীপুর, জোড়াদাহ, শাখারিদাহ, হরিণাকুণ্ডু আমের চারা, এসব বাজারে সরজমিনে গিয়ে চাষীদের সাথে কথা বললে দেখা গেছে একরাশ হতাশা। স্থানীয় বাজারগুলোতে এক সময়কার চাষীদের চোখে ছিলো রঙ্গিন স্বপ্ন। বেচা কেনা হতো পঁচিশ ত্রিশ লাখ টাকার পান। দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে হই হুল্লোড় করে ছূটে আসতো পাইকারি

ক্রেতা বিক্রেতারা। কিন্তু এখন পানের নায্য মুল্য না পাওয়াই বহন করে আনার ভাড়াও জুটছে না চাষীদের। উপজেলার তৈলটুপী, জোড়াদাহ, ভেড়াখালী, হরিণাকুণ্ডু, পার্বতীপুর, দখলপুর, দৌলৎপুর, কেষ্টপুরের পান বরজের মালিকেরা জানালেন চরম লোকসানের কথা।

আড়ৎদার ভবানীপুর পান বাজারের সভাপতি কাসেম মিয়া জানান, আমি দীর্ঘদিন ধরে পান ব্যবসার সাথে জড়িত, বর্তমানে পানের দাম খুবই কম। অর্ধেক দামে বিক্রয় করতে হচ্ছে পান, চার শত টাকা জনের দাম, এক আটি মুটির দাম পাঁচ শত টাকা, ওয়াসীর দাম সাত শত, বিছালির দাম সাত শত টাকায় কিনতে হয়। বাজার মন্দা থাকায় পান চাষী এবং ব্যবসায়ীরা ব্যাপক লোকসানের মধ্যে রয়েছে।

হরিণাকুণ্ডু কৃষি কর্মকর্তা শহীদ মোহাম্মদ তিতুমীর জানান, উপজেলার প্রায় ১হাজার ৫০০ হেক্টর জমিতে পান চাষ হয়। পান চাষীরা কোন ধরণের কারিগরি পরামর্শ চাইলে তা কৃষি অফিস কি ধরণের ব্যবস্থা নিয়েছেন এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, পান চাষিদের চাহিদা অনুযায়ী সকল ধরনের পরামর্শ প্রদান, মাঠ পরিদর্শন পূর্বক সঠিক পরামর্শ দেওয়া হয়। নিরাপদ বাজারজাত করণযোগ্য পান উৎপাদনে সকল পরামর্শ প্রদান করে নতুন চাষিদের আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে পান চাষে সকল পরামর্শ প্রদান করা হয়ে থাকে। পানের প্রধান সমস্যা পঁচা রোগ নিয়ন্ত্রণে বোর্দো মিশ্রণ তৈরি করা এবং তা সঠিক মাত্রায় ব্যবহারের পরামর্শ প্রদান করে থাকি। তবে ব্যবসায়ী সিন্ডিকেট ও পানের আধুনিক জাতের অভাবের কথা জানান তিনি।